Sem-III (Econ.-General)
Paper-CC-1C/GE 3

বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন

(Foreign investment & Economic development)

বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে একটি নিবিড় সম্পর্ক আছে। বৈদিক বৈদেশিক বিনিয়োগ, অর্থনৈতিক উন্নয়নকে নানাভাবে সাহায্য করে।

(১) আমরা জানি যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রথমদিকে দেশের জাতীয় আয় যখন কম থাকে তখন সঞ্চয় এবং মূলধন গঠন ও কম হয়। এই অবস্থায় স্বল্প সঞ্চয়ের মাধ্যমে ইহা হয় না উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করা যায় যদি বৈদেশিক মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। যেসব দেশ বর্তমানে উন্নত দেশ হিসাবে পরিচিত তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, উন্নয়নের প্রথম দিকে তারা ও বৈদেশিক বিনিয়োগের সাহায্য নিয়েছে। উন্নয়নের প্রথম দিকে ইংল্যান্ড হল্যান্ডের কাছ থেকে, আমেরিকা ইংল্যান্ড এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশ থেকে বৈদেশিক মূলধন আমদানী করেছিল, অক্টোবর বিপ্লবের আগে [illegible] ও রাশিয়া আমেরিকার কাছ থেকে বিদেশী মূলধন পেয়েছিল, যা রাশিয়ার শিল্পোন্নয়নের ভিত্তি স্থাপন করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাপানের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আমেরিকার সাহায্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। বৈদেশিক মূলধন একটি অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ও নানাভাবে সাহায্য করতে পারে।

Sem-III - (Eco.- General)
Paper- CC-1C/GE3
(Foreign Investment & Economic Development)

(1) অনুন্নত দেশে আয় কম, সঞ্চয় কম, তাই মূলধন গঠন কম কিম্বা মূলধন গঠন ও কম। অর্থাৎ বিনিয়োগ কম হলে, উৎপাদন কম → আয় কম। অনুন্নত দেশের এই দারিদ্রের দুষ্টচক্র থেকে বেরিয়ে আসতে হলে, দুর্বল সঞ্চয়ের ঘাটতি দূর করতে বিদেশ থেকে মূলধন ও আমদানি করা প্রয়োজন।

(2) বৈদেশিক মূলধন বলতে শুধু আর্থিক মূলধনের আমদানিকেই বোঝায় না, বিদেশ থেকে আধুনিক যন্ত্রপাতি, উন্নত কৃৎকৌশল প্রভৃতি আমদানিকেও বোঝায়। এর ফলে অনুন্নত দেশের উৎপাদনশীলতা বাড়বে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

(3) অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মূল, ও ভারী শিল্পের প্রসার ঘটানো দরকার। এর জন্য উন্নয়নশীল দেশ বিদেশ থেকে কলকব্জা সাজসরঞ্জাম প্রয়োজনীয় দ্রব্য। বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয় যার জন্য অনেক বিদেশী মুদ্রার দরকার. এক্ষেত্রে বিদেশী মূলধন পাওয়া গেলে তার প্রয়োজনীয় মূলধনী দ্রব্য সহজেই আমদানী করা যায়।

(4) উন্নয়নশীল দেশে সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের ব্যবধান (Saving - Investment gap) এবং রপ্তানি ও আমদানির ব্যবধান (Export - Import gap) — এই দুটি ব্যবধান লক্ষ্য করা যায়। এখানে আয় কম, সঞ্চয় কম ফলে বিনিয়োগ ও কম। কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে গেলে প্রচুর বিনিয়োগ করা দরকার, সেক্ষেত্রে যদি বিদেশী মূলধন পাওয়া যায় তাহলে কম সঞ্চয় সত্ত্বেও বেশী বিনিয়োগ করা সম্ভব।

(4) রপ্তানী - আমদানী ব্যবধান - অনুন্নত দেশগুলো যে পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী রপ্তানী করে তার থেকে অনেক বেশী পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী আমদানী করে। তাই এখানে বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি দেখা যায়। উন্নয়নশীল দেশগুলো সাধারণতঃ কৃষিজাত দ্রব্য রপ্তানী করে। কিন্তু এই দ্রব্যগুলোর চাহিদা খুব দ্রুত বৃদ্ধি পায় না, আবার অনেক উন্নত দেশ কৃত্রিমভাবে কাঁচামালের অনেক বিকল্প আবিষ্কার করেছে। তার ফলে অনুন্নত দেশের রপ্তানী দ্রুত বৃদ্ধি পায় না। অন্যদিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়োজনে এই দেশগুলোকে প্রচুর পরিমাণে দ্রব্য আমদানী করতে হয়। তার ফলে অনুন্নত দেশে মোট রপ্তানীমূল্য অপেক্ষা আমদানীমূল্য অনেক বেশী হয়। তার ফলে এখানে বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি সৃষ্টি হয়। অনুন্নত দেশগুলো বৈদেশিক সাহায্যের সাহায্যে এই ঘাটতি পূরণ করতে পারে। বৈদেশিক ঋণের মাধ্যমে অথবা বিদেশ থেকে অনুদানের মাধ্যমে যদি বিদেশী মুদ্রা পাওয়া যায় তাহলে তার সাহায্যে এই ঘাটতি দূর করা সম্ভব।

(5) অনেক সময় অনুন্নত দেশে খাদ্য সমস্যা দেখা যায়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দেশে শিল্পের বিকাশ এর চেষ্টা করা হয়। ফলে খাদ্য দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু কৃষির উন্নতি তেমনভাবে না ঘটায় কৃষিজাত দ্রব্য বিশেষ করে খাদ্য দ্রব্য যোগানে পর্যাপ্ত হয় না ফলে খাদ্যাভাব দাম বৃদ্ধি পায়।

(5) ফলে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পায়। ফলে শ্রমিকরা মজুরী বৃদ্ধির জন্য আন্দোলন করতে থাকে। ফলে মজুরী বৃদ্ধির ফলে, মুনাফা ~~ক~~ হ্রাস পায়, বিনিয়োগ হ্রাস ~~প~~ পায়। তখনই অর্থনৈতিক উন্নয়নের ~~গ~~ গতি হ্রাস পায়। এখন যদি বিদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য-শস্য আমদানী করা সম্ভব হয় তাহলে খাদ্য-শস্যের দাম বৃদ্ধি পাবে না। মুদ্রাস্ফীতি ও ঘটবে না খাদ্য আমদানীর জন্য বিদেশী ঋণ বা বিদেশী সাহায্য প্রয়োজন। যেমন ভারতে এক সময় P.L. 480 - চুক্তির সাহায্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে খাদ্য শস্য আমদানী করতে হয়েছিল, এইভাবে বিদেশী মূলধন খাদ্যশস্যের যোগান দিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করে।

6) অনেক অনুন্নত দেশে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ আছে। এবং উৎপাদন সম্ভাবনা আছে। কিন্তু মূলধনের অভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ ~~সদ্ব~~ ব্যবহার করা সম্ভব ~~হচ্ছে~~। হচ্ছে না। কিন্তু বিদেশী মূলধনের ~~ক~~ ~~মার্কিন~~ মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হয় এবং উৎপাদনের ~~হার~~ সহজে হবে ~~সম~~ বাড়ানো সম্ভব।

~~(7) অনেক সময় অনুন্নত দেশে খাদ্য সমস্যা দেখা দেয়।~~

(7) বৈদেশিক মূলধন শুধু যে মূলধন আমদানীকারী অনুন্নত দেশকে সাহায্য করে তা নয়। এটা মূলধন রপ্তানীকারী উন্নত দেশগুলির ও লাভজনক হয়। উন্নত দেশগুলিতে বিনিয়োগের সুযোগ ক্রমশ কমে আসে ফলে এখানে বিনিয়োগ করলে মুনাফার হার ক্রমশ কমতে থাকে।

(7) পরিশেষে বলা যদি উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিনিয়োগের জন্য মূলধন যন্ত্রপাতি আর তার বেশী মুনাফার হয় অর্জন করায়, আবার বিদেশী মূলধনের সাহায্য অনুন্নত দেশের রাস্তাঘাট যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতি উন্নতি ঘটিলে যেমন যেমন উন্নত দেশগুলি প্রত্যেকটির চাঁদাপাল সহায় বন্ধ সহায়ক আমদানী করতে পারে, তাই অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম শর্ত যেমন বৈদেশিক মূলধন আমদানি তেমনি মূলধন যন্ত্রপাতি ও উন্নত দেশগুলির উন্নতি শুধু বজায় রাখার অন্যতম শর্ত।

কিন্তু বৈদেশিক মূলধনের কিছু অসুবিধাও আছে। যেমন -

(1) বৈদেশিক মূলধন কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কতটা সাহায্য করবে সেটা নির্ভর করে সেই দেশের বৈদেশিক মূলধন ব্যবহারের দক্ষতা এবং যোগ্যতার ওপর। যদি বৈদেশিক মূলধন সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করা সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে বৈদেশিক মূলধনের ব্যয় বৃদ্ধি পাবে।

(2) বৈদেশিক মূলধনের একটি অন্যতম প্রধান রূপ হলো বিদেশ থেকে ঋণ। যদি বৈদেশিক ঋণের মাধ্যমে বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে ঋণ এবং ঋণের ওপর সুদ দেওয়ার জন্য বৈদেশিক মুদ্রার দরকার হয়। প্রাপ্ত ঋণ যদি উৎপাদনশীল কাজে ব্যবহার করা হয় যা তার সাহায্যে যন্ত্রপাতি যদি যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায় তাহলে অসুবিধা নেই, কিন্তু তা যদি না হয়, তাহলে অনেক সময় অনুন্নত দেশগুলিকে একটা ঋণ শোধ করতে আর একটা ঋণ করতে হয়। ফলে ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে পড়ে।

(3) বৈদেশিক ঋণ প্রাপ্তির পরিমাণ এবং প্রাপ্তির সময় সম্পর্কে অনেক সময় অনিশ্চয়তা থাকে। ফলে অনুন্নত দেশ অনেক সময়ই প্রয়োজনমত আর্থিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে না। তাছাড়াও বৈদেশিক ঋণের সাথে অনেক অনেক রকম শর্ত আরোপ করা হয়, যা অনুন্নত দেশের পক্ষে অনুকূল নয়। অনেক সময় রাজনৈতিক শর্তও আরোপিত হয়। এইসব শর্তাবলী অনেক সময় বৈদেশিক ঋণের কার্যকারিতাকে খর্ব করে।

(4) যদি বিদেশী মূলধন বিদেশী কোম্পানীর শাখা স্থাপনের মাধ্যমে আসে সেক্ষেত্রে বিদেশী কোম্পানীর শাখা যে মুনাফা অর্জন করে তা বিদেশে প্রেরিত হয়। আবার এই সব শাখা কোম্পানী গুলো অনুন্নত দেশের লোকেদের নিয়োগ না করে বিদেশ থেকে কর্মী নিয়োগ করে থাকে। এইসব বিদেশী কর্মীদের দেওয়া মজুরীর বেশ একটা অংশ দেশের বাইরে চলে যায়। তাই এই সব শাখা কোম্পানীর দ্বারা দেশে যে আয় সৃষ্টি হয় তার একটা অংশ মজুরী, মুনাফা বা রয়্যালটি বাবদ দেশের বাইরে চলে যায়। ফলে গুণক প্রভাব অনেক কম হয়।

(5) অনুন্নত দেশে বিদেশী মূলধনকে আকৃষ্ট করতে হলে কতকগুলো শর্ত পালন করা দরকার। বিদেশী বিনিয়োগকারীরা অনুন্নত দেশে অর্থ বিনিয়োগ করার সময় কতকগুলো বিষয় লক্ষ্য করে।